

2016

সর্বার্থ সংগৃহ ।

বিচিত্র রমণীয় উপাখ্যান এবং সাহিত্যিক বিজ্ঞান নীতি
ও শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গাত্মক মাসিক পত্র ।

১ম সংখ্যা ।

কেন্দ্রগ্রামি, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ ।

১ম ভাগ ।

সম্পাদকীয় উক্তি ।

আমরা পূর্বে এই পত্র বিজ্ঞাপনে যে
সম্পাদকীয় পরিচয়াদি দিয়াছিলাম, কিন্তু পরামর্শে
তাঁহা পরিবর্তন করিলাম । এখন আমরা
একটু বিস্তারিত বর্ণনায় উইবে এমন সাধারণ
কোন প্রকারে উইতে পারেনা । এই সাময়িক
পত্রের প্রথম সম্পাদকীয় আলাদাটির এইমত
বর্ণনা ছিল যে কেবল প্রসিদ্ধ ও রমণীয় উপা-
খ্যানাদি সম্পাদনা করিয়া মাসে মাসে
প্রকাশ করিব, কিন্তু এই এগালী অনেকের
মনোনীত নহে । বাস্তবিক ইহাতে বিশেষ
আপত্তি উইতে পারে, তন্মধ্যে প্রধান এই
যে, কেবল উপন্যাসের কিয়দংশ পাঠ করি-
য়া অনেকের মনুষ্টই উইতে পারেন, দ্বিতী-
য়তঃ সাময়িক পত্রে শুদ্ধ এক একটুকু
উপাখ্যান মাত্র থাকিলে তাহা যেন এক
প্রকার অসম্পূর্ণ বোধ হয় । এই সকল আপত্তি
ভ্রমশূন্য এই পত্রিকাতে বিবিধ প্রসঙ্গ সন্নি-
বেশ করা হইয়াছিল । বিলাতে লিডার
আণ্ডার কি ক্রান্সেলস ফেমিলি পেন্সর প্রভৃ-
তি যে সকল পত্রিকা আছে ইহা ও প্রায়
উদাহরণীয় হইবেক । ইহাতে সাহিত্য নীতি
বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রতি মাসে থাকিবেক এবং সংগৃহীত কাব্য
নবীন প্রভৃতির অনুবাদ ও বাঙ্গাল কাব্য
সময়ে সময়ে প্রকাশ করা হইবেক । বাঙ্গাল
লিডার আলাদাটির এ দেশে এ প্রকার পত্র
উইতে পারে না । এ সংগ্রহ অনেকের মনোনীত
হইতে পারে । অধিক দূর নীল মানস যদি
করিয়া পত্রের আয়তন বৃদ্ধি করাইবেক
তাহাকে প্রতিকূল কি সাংস্ফটিক করাই-
বেক ।

এই পত্রখানি সাধারণ মজুরী নামে
প্রকাশ করিবার সম্পাদকীয় পরিচয়াদি, কিন্তু
উপরোক্ত কারণে সেই নাম পরিবর্তন করা
গেল ।

প্রকাশ্যে ও বলিব না ।

প্রকাশ্যে ও বলিব না ।

ইংলণ্ডের করণ ক্রান্সেলস প্রসিদ্ধ পশ্চিম ষাণ্ডে
সমুদ্রতীরে ১৫৫৫ সন্থায় অস্ট্রোম্যাপোলিটান আবাস-
বাগীচ ছিল, তাহার এক দিক দ্বারা দুই প্রহরমতে
দুইটি ভূত্বক বহুদূর দূর দূরীয়া ক্রোধোপকণ্ডন করি
তেছিল । তাহা দূর দূরীয়া মধ্যে এক ব্যক্তি নিবসন
কর্মচারি ভ্রমশূন্যকৈ করিল, কি বোধ কর কত্রী এদা
রাত্রি পর্যন্ত কি জীবিত থাকিবেন একবার চাওক

প্রতি দৃষ্টি কর দেখি ? সে উত্তর করিল, এই প্রকার
বাজিয়া ১০ মিনিট হইয়াছে, এক প্রকার বাজি
কাটাছাচেন বলিলে হয়।

তৃতীয় এই প্রকারে কথা কহিতে এক এক-
বার দীর্ঘ প্রতি দৃষ্টি করিতেছিল এবং মৃদু
কথার শব্দ পাঠে কেই শুনিতো পায় এই আশঙ্কায়
সব জনে মৃত্ত করিয়া বাক্য নিঃসরণ করিতেছিল।
ইহারা কাশ্চেন টি বরটন নামক একজন ধনাঢ্য
নাবিক কর্মচারির সেবক।

তৎপরে জেষ্ঠ যে সে বলিল, দুইটিতে এই অ-
জ্ঞার বাজিতে আগরিত থাকিয়া ঘণ্টা গণন করা
বড় বিষম দায়। কনিষ্ঠজন অতি মৃদুস্বরে জি-
জ্ঞাসিল, তাই তুমি ত শুনিতো পায় বালাকাল
এই স্থানে ঢাকরি করিতেছিলে ? জেষ্ঠ-ভৃত্য
মৃদুস্বরে হইয়া বলিল, তেমন একথা কে
বোলে ?

বাটা হটক ডাট ও সকল কথায় অব প্রয়োজন
মাই। এই বলিয়া জোসেফ নামক কনিষ্ঠ ভৃত্য ত্বরিত
গায়েপান করিল, সেই সময়ে একটা ঘণ্টার শব্দ
শ্রবিত হইল। সে তখন জিজ্ঞাসিল, আমাদের কাহা-
কে ডাকিতেছে না কি ? জেষ্ঠ উত্তর করিল, এক-
দিন এবাটতে রহিয়াছ, ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া কাহাকে
ডাকিতেছে তাহাও অনুভব করিতে পার না, কতী
স্বয় পরিচারিকা সাহা-লিননকে ডাকিতেছেন, শীঘ্র
হাইয়া ডাককে ডাকিয়া দেও। জোসেফ তখন
একটা প্রজ্জ্বলিত কলিকা হস্তে ধারণ করিয়া দ্বার
উন্মোচন করিল, যাহাতে সম্মুখে একটা ভিত্তির
পাশে সারিত কয়েকটা ঘণ্টা ঝুলিতেছে তাহাতে তা-
হান দৃষ্টি পড়িল। সবটো গিয়া দেখিল প্রত্যেক
ঘণ্টার উপর পাহারার এতৌক ভৃত্যের আখ্যা-
দিল দিয়া নাম অঙ্কিত করিয়াছে। তখন শীঘ্র যে
ঘণ্টা দোলায়মান হইতেছিল তাহার উপরের লেখা
পড়িয়া দেখিল, “কনিষ্ঠ পরিচারিকা” এই কয়েকটা
শব্দ অঙ্কিত আছে। এই দেখিয়া সবরে পা-
দেবের দ্বারে গেল, যাহাতে দ্বার

উন্মোচন হইয়া গেল। দেখিলেন, বৃহৎ অজ্ঞার,
জনমরূপ নাই। এই কথা সহকর্মচারিকে জ্ঞাত
করিতে সে বলিল, তবে বৃক্ষি সারা আশ্রম পরমা-
গণের কাছে তথায় হাইয়া তাহাকে ডাকিয়া
দেও। এই কথা বলিলে, আবার মজার শব্দ হই-
ল। জোসেফ এক লক্ষ তিন খান্ন কোপান অতি-
ক্রম করিয়া সারার পরমাগারে নিম্ন তাহার নামো-
চ্চারণ করিয়া ডাকিল। অতি নম্র কোমলস্বরে
একটা স্ত্রীলোক উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসিলেন “কেণা”।
জোসেফ কত্রীর আদেশ জ্ঞাপন করিবামাত্র সারা
বস্ত্রিকা হস্তে করিয়া দ্বার উন্মোচন করত জোসে-
ফের সম্মুখে দণ্ড, বসি হইলেন। সারা স্বয়ংকে
দীর্ঘাকাল... সুদী ও নহে, যুবতী ও নহে। অতি
ডাক স্বভাব দ্বিত্ব প্রথম দৃশ্যে অস্থির চিত্তাবিষ্ট
জান হয়। বড় মানুষের বাটার পরিচারিকাদিগের
যেকপ বেশ ভূষণ তাহার কিছুমাত্র নাই। পরিচ্ছদ
যে পর্যন্ত অকৃত্রিম ও সামান্য হইতে পারে তাহাই
তিনি সচরাচর পরিধান করিয়া থাকিতেন। ইহার
তরুণ এই, কিন্তু এমন একটা তাহার অধুর বা-
হ্যিক দৃশ্য ছিল যে তাহাকে দেখিবামাত্র সকলেরই
বুত্বল উদয় হয়। তিনি কে, পূর্বে কেমনা জি-
জ্ঞান এই কয়েক বিষয়ের অস্তিসন্ধান না করিয়া কে-
হই জ্ঞাত থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু সারার
স্বভাব একরকম গভীর, অকৃত্রিম, এক গুঢ় যে তাহার
মুখ বিনিগত আশ্রয় পরিচয় কেহই পান নাই। কিন্তু
উহার মুগ্ধ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে সকলেরই
এই দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে এক কাল তিনি বিষম যন্ত্রণা
ভোগ করিয়া থাকিবেন, না হইলে এত নিস্তেজ হ-
ইবেন কেন। যদি এক বিমর্ষে কাহারও সঙ্গেই না
হইতে পারেন, কিন্তু অনেকেই এমত জিজ্ঞাসিত
কেন ও হাতন... তাহার একটা অঙ্গ... হইয়া-
ছিল তাহা... ও নির্ণয়... উপায় ছিল
না। যে কারণে হটক ভিত্তি... অনি-
র্দমনীয় রোগ ভোগ করিয়াছিলেন তাহা... অস্বাস্থ্য
লক্ষণ তাহার সর্বদা... ছিল। তিনি
যুবতী ছিলেন... কিন্তু... তাহা...

অবশেষে এক বৈবাহিক্য বন্ধেই তাঁহার যে ঘোর
সামর্থ্যকাল অতিবাহিত হয় নাই তাহার বিলক্ষণ
প্রমাণ জাজ্জল্যমান ছিল। কপোল বিবর্ণ ও শুষ্ক,
ওষ্ঠদ্বয় অস্বাভাবিক পাক্তবর্ণ, চক্ষু অতি মনোহর
পদ্ম সজ্জিত পাতায় অচ্ছাদিত শুধাশি নিশ্চেষ্ট,
দৃশ্যে চকিত-হরিণীর ন্যায় অতি সজ্জিত। একপ
মলিনতা ও আঁকারের দৃশ্য বিষম যন্ত্রণাগ্রস্ত হ-
ইলে সকলেরই হইয়া থাকে। কিন্তু ত্রিংশৎ বৎ-
সরের অধিক বার্জার বয়ঃক্রম নহে, তাহার যে
এপ্রকার সমস্ত কেশ ধবল হওয়া অতি বিস্ময়।
ইহার মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ বটে, কিন্তু কৃত্রীপি লোলিত
নাভয় দৃশ্য ইচ্ছাশী, চক্ষু নিশ্চেষ্ট কিন্তু রসপূর্ণ, ললা-
টের চন্দ্র শিশুদিগের ন্যায় কোমল ও মৃদু। এই
সকল চিহ্ন যখন বেশের বর্ণের সহিত মিলন করিয়া
অনুভব করা যায় তখন সহজেই চমকিত হইতে হয়।
আশ্চর্যের বিষয় এই যে বয়সাদিগের ন্যায় কেশের
স্বল্পতা কিছুমাত্র ছিল না—মস্তক একেবারে সর্দা-
চ্ছাদিত। যাঁহার বিজ্ঞ তাঁহার। কেবল এই সকল
লক্ষণ দেখিয়া মনে আপনাপনি বিস্ময়াপন্ন হইতে-
ন তদ্বিষয়ে বেদনা দায়ক কোন প্রশ্ন কখন কাহাকে
ভিজ্ঞাসা করিতেন না, কিন্তু সারাব সহ কর্মচারিরা
অভাবত অজ্ঞ, তাহাদিগের কৌতুহল নিবারণ করা
দুঃসাধ্য হইয়াছিল। সারার শরীরের ত এই সকল
লক্ষণ ছিল, আবার অধিকন্তু তাহার আপনাপনি কথা
কওয়া একটা অভ্যাস ছিল। দাস দাসীরা এই সকল
লইয়া আপনাপনি সর্বদা কান্যাকামি করিত, এক-
সময়ে পরিহাসও করিত, কিন্তু কত্রীর ভয়ে স্পষ্ট
কোন কথা ব্যক্ত করিতে পারিত না। কত্রী আপন
স্বামী অবধি ছুতাবর্ণ পর্যন্ত সকলকে নিষেধ কবি-
য়াছিলেন, সারাকে আপনাপনি কথা কওন বিষয়ে
কিছা তাহার কেশের স্বলভ্য বিবয়ে কেহ কেন তা-
হাকে কোন প্রশ্ন ভিজ্ঞাসা না করেন যেহেতু তাহা-
তে তাহার সমস্ত মনোভূৎ হয়।

সারা কখনকাল বাক্যহীন হইয়া থাকে ন্যায় ভূতের
সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, বস্তিকার আলোক
সর্বদা লালিত্বাচ্ছাদিত তাঁহার মুখবর্ণ চক্ষুদ্বয় ও মস্ত-

কেশ পরিপোষিত কেশ রাশি জাজ্জল্যমান
হইল। নির্বাক্যে মুহূর্তকমাত্র এইরূপে দণ্ডায়মান
রহিলেন, বস্তিকা-দ্রুত-হস্ত কম্পিত হইতে আরম্ভিল।
তৎপরেই তাঁহাকে ডাকিয়া দিয়াছিল বজিরা ভূতা-
ক ক্রতজরতার সহিত নমস্কার করত গমনোন্মত্ত
হইলেন। অভাবতঃ মুহূর্তাব, কথা শুনি আঁরো
মধুর হাস্য হইল। গৃহের সমস্ত ভূতা বর্ণেই সারাকে
প্রতি দীর্ঘাহিত ছিল, কিন্তু সে রাতে তাহার ডাক
ভিজ্ঞা দেখিয়া জোসেফের মনে করণার সঙ্কল্প
হইল, যে সারার হস্তে বস্তিকা ধরিয়া বলিল, চল
আমি তোমাকে কত্রীর গৃহের দ্বার পর্যন্ত পৌঁ-
ছিয়া দেই। সারা তটস্থ হইয়া মস্তক নাড়ি-
ক সময়ে আপনি চলিয়া গেলেন। সারা এবং
জোসেফ যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কথা কহিতে
ছিলেন তাহাবই নিম্নের প্রেক্ষাগেহে গৃহিণীর শয়না-
গার। সারা দূরদেশে সন্নিহিত কখনকাল দণ্ডায়মান
রহিলেন, তৎপরে অতি মুহূর্তক কবিয়া দ্বারে বার-
রেক দুইবার স্পষ্টাঘাত করিলেন, কাপ্তেন ট্রুবটন
আপনি দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন। সারা তাঁহা-
কে দেখিযামাত্র চমকিত হইয়া ভবে দর্শনাত পশ্চা-
তে সন্নিহিত গেলেন। কোন ছুনি বার ভয়ঙ্কর ঘৃষ্ণি
যদি তাহাকে প্রত্যক্ষোন্মত্ত হইত বোধ হয় ত হাতে
সারার এত ভয় হইত না। কিন্তু কি চমৎকার
ট্রুবটন সাহেবকে দেখিয়া তাঁহা হইতে কাঁচাও
মন্দ হইবার সম্ভাবন। বোধ কখনই হইত না, কি
তিনি যে কাহাকে কটু কাটব্য বলিবেন এমন
কেহ অনুভব করিতে পারিতেন না—তাঁহার মুখ-
মণ্ডলে দয়া ও করুণার ভাব সর্বত্র আকারে চি-
ত্রিত ছিল, তিনি স্বভাবতঃ অতি সরল ও অকপট,
দ্বার উন্মোচন কালীন তাঁহার চক্ষু অজ্ঞা দ্বারা
বহিতে ছিল। সারাকে দেখিয়া কহিলেন, আইস
তোমার কত্রী কেবল তোমারই আশ্রয় করিতেছেন,
আমি একগে ঘাই, যদি চিকিৎসকের আশঙ্কায়
আমাকে সংবাদ দিও। সারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ না-
করিয়া তাহার আঁতুর গমন কালীন তাঁহার দিকে
অনিমিষ লোচনে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। একে প্রকা-

বাক্য-পাণ্ডুর, তখন আবার তাহার মুখের বর্ণ এ-
 কেবারে যমুদ্রাধিরের ন্যায় হইয়াছিল, আর সকলকে
 ব্যক্তিগত-ন্যায় ক্রমবদ্ধ বুঝায়মান করিতেছিলেন এবং
 আপনাপনি কহিতেছিলেন “এমন কি হবে, কতী
 কি সকল কথা বাক্য করিয়াছেন”। প্রভু অদৃশ্য
 হইবার পর আশ্চর্য বোণীর গৃহের দ্বারে আগমন
 করিলেন এবং কণেক দণ্ডায়মান হইয়া শুনিলেন
 গৃহ হইতে কোন কথা শ্রুত হয় কি না। আর
 উদ্ঘাটন করিয়া তদুপরি দৃষ্টকাল লক্ষ হইয়া রহি-
 লেন, তৎপরে পদাঙ্ক গিয়া অগ্রভাগ দিয়া পদ নি-
 ক্ষেপ করত গৃহ প্রবেশ করিলেন। গৃহিনীর শয়-
 নাগারের গঠন ও সজ্জা প্রাচীন পদ্ধতিমতে ছিল,
 তাহা বাণীর পশ্চিমভাগে স্থাপিত হওয়াতে তথ
 হইতে সমুদ্র স্পষ্ট দৃশ্যমান হইত, ঘরের এক
 পার্শ্বে একটি দীপ প্রজ্জ্বলিত ছিল, কিন্তু তদ্বারা
 পরিষ্কার আলোক হয় নাই তাহাতে কেবল গৃহের
 অন্ধকারময় স্থান সকল বিশেষরূপে নির্ণয় হইতে-
 ছিল। দীপ নিখা অতি মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল ত-
 দ্বারা ক্ষুদ্র সামগ্রী কতদূর দৃশ্যমান না হইয়া কেবল
 রহস্যকার দণ্ড ও বসন ভূষণ সকলের কাটাধার
 সকল প্রত্যক্ষ হইতেছিল, একটি গবাক্ষ উদ্ঘাটিত
 ছিল তদ্বারা কেবল বাবুকামর-তটে সাগর তরঙ্গের
 প্রতিঘাত জনিত কল্লোল শ্রুত হইতেছিল। বহি-
 দেশের আর কোন শব্দ তখন শ্রুতিগোচর হইতে
 ছিল না। চতুর্দিক নিস্তব্ধ ও জনশূন্য। গৃহ মধ্যে
 কেবল রোদীর ঘাতনার শব্দ প্রবাসের শব্দ এক
 একবার আতিপথ্যক হইতে ছিল। সারা শস্যার
 পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কতীকে সম্বোধন করিয়া
 কহিলেন, প্রভু এইমাত্র গেলেন, এবং আমা-
 কে এখানে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন,
 আপনাব্য এক্ষণে যাহা অতিক্রম হয় বলুন,—“ওরে
 আরো আজ্ঞা কর” কেবল এই কয়েকটি কথা শ্রুত
 হইল। সারা কল্পিত হস্তে দুইটি বস্তিকা জালিয়া
 শস্যার পার্শ্বে একটি কাটাধারে স্থাপিত করিয়া
 চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কণেক
 পরে মোসারি তুলিয়া ধরিলেন।

সারা-লিঙ্গের কতী বিবন রোগগ্রস্ত হইয়াছি-
 লেন, কিন্তু সেই একবার রোগ প্রাপ্ত কতীলোকধিরের
 হইয়া থাকে, সে রোগের একটি চরমকাল লক্ষণ এই
 যে অস্তরে ক্রমে ক্রম করিয়া আসে, বাহ্য দৃশ্যে কিছুই
 প্রত্যক্ষ হয় না। চি বরুটন সাহেবের নারীকে শুৎকালে
 দেখিয়া কাহাজে এমন বিশ্বাস হইত না যে তাহার
 আরোগ্যের উপায় নাই। সুস্থকার্য্য তাবত লক্ষণ-
 ই ছিল, তবে কিঞ্চিৎ দুর্বল ও কৃষা। সামান্য পীড়া-
 গ্রস্তের পর আরোগ্য কালীন যজ্ঞপ দেখায় তাহাকে
 ও তজ্ঞপ দেখাইতেছিল। ঘটারা পীড়ার প্রথম স-
 ক্ষারাবধি সেধা করিতেছিলেন, তাহাধিরের মনে এ-
 কবারও ভ্রমে জ্ঞান হয় নাই যে তাহাকে কৃতান্ত এক
 কালীন-গাস করিয়া বসিয়াছে। মোসারি উদ্ঘোলিত
 হইবামাত্র কতী ইজিত করিয়া কতকগুলি নাটক ও
 কাব্য গ্রন্থ শস্যার ছিল তাহা নাবাকে স্থানান্তর ক-
 রিতে আদেশ করিলেন। সংস্কারের এমন গুণ
 যে সহজে দৃঢ় অভ্যাস এককালে ত্যাগ করা যায়
 না। ভূতোরা আপনাপনি যাহা বজ্রিতে ছিল সে
 কথা অমূলক নহে। তিনি এককালে নাট্য সম্প্রদায়ের
 ছিলেন এবং অভ্যাস বশত নাট্যশালায় ব্যবহা-
 রোপযোগী নাটক গ্রন্থ সর্বদাই পাঠ্য করিতেন।

গৃহিনী স্বভাবতঃ অতি উগ্র ছিলেন, নয়ভাবে
 কখন কাহাকে কোন কথা বলিজে পারিতেন না,
 তৃত্যবর্গ ও পরিজনেরা তাহাকে কৃতান্তসম তর
 করিত। তখন যদিও যমুদ্রা আর তথ্যপি রোব-
 পূর্ণ করে সবলে আত্মা দিতে ছিলেন। সারা উক্ত
 গ্রন্থচয় স্থানান্তর করিলে পর গৃহিনী পুনরায় ইজি-
 ত দ্বারা দেখাইলেন যেন আর একটি আজ্ঞা পালন
 করিতে বাকী আছে। অবশেষে কহিলেন, আর
 অবরুদ্ধ কর—জনমগ্রন্থ কাহাকেও আমার আজ্ঞা
 তির আসিতে দিও না—চিকিৎসক কি তোমার
 প্রভু পর্য্যন্ত নহে। সারা অবাক হইয়া গৃহিনীর
 আজ্ঞা পুনরাকারণ করিয়া কহিলেন, “সে কি? কতী-
 কেও নহে, বৈদ্যকেও নহে।” “না কাহাকেও নহে”।
 এবং পুনরায় অঙ্গুলি-দ্বারা আর সম্বোধন কহিলেন,
 একনি বন্ধ কর। সারা আশ্চর্য্য আর অবরুদ্ধ করি-

লেন এবং তৎপরে শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, গৃহিণীর মুখ প্রতি এক চুপে চাহিয়া রহিলেন। কলকালপর অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্তা-কে কি সকল বলিয়াছেন?—না, “এখনও কিছু বলি নাই,—বলিবার জন্য তাঁহাকে ডাকাইয়াছিলাম, কিন্তু প্রদয়-বহুভকে এমন নিদারুণ কথা বা কি প্রকার বলি, যাহা হউক ছেলেটার কথা না কহিলে সকলই বলিতাম।” সারা ভয়ে ও বিষাদে এতদূর প-গাধ অভিভূত হইয়াছিলেন যে কর্ত্রীর নিকটে আ-ছেন কি আর কোথায় আছেন তাঁহার তখন স্মরণ ছিল না। এককালে শোকে মগ্ন হইয়া বিলাপ করিতেই সম্মুখ আসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং ভূই করপল্লব দ্বারা মুখাস্থান করিয়া কাতরে কহিতে লাগিলেন, “আহা! কি হবে গো কি হবে।” ট্রিভটনের গৃহিণী পূর্বে কত কথা কহিয়া বাতনার এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন, স্বামীর কথা কহিতে, গদগদ চিত্ত ও অ-স্বপূর্ণ নয়ন হইল, অবশেষে পরিচারিকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “আমার ঔষধ দেখাত।” সারা ধড়মড়িয়া গাত্রোধান করত চক্ষের জল মুচি-লেন এবং তটস্থ হইয়া শয্যার পার্শ্বে যাইয়া জি-জ্ঞাসা করিলেন, “বৈদ্যকে আনয়ন করিব?” “বৈদ্য নহে, ঔষধ আন।” “এখানে দুইটা বোতল আছে কোনটা দিব, ভূমের ঔষধ দিব?”—“না না ঐ আর একটা বোতল দেখ?” সারা বোতল তুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন এবং কহিলেন এ ঔষধ খাইবার এখন ও সময় হয় নাই। “তোমার এত কথায় কাব নাই আমাকে বোতলটা দে।” সারা অঙ্গুলি পুটে কা-উল্লোজিত “কিন্তু” করিয়া কহিলেন “কলকাল বিলম্ব করিলে আমার ঔষধ খাওয়া আর বিধ পান করা দুই সমান।” ট্রিভটনের গৃহিণীর দুই চক্ষু হইতে তখন যেন অশ্রুসিক্ত নির্গত হইতে লাগিল, দুই কপোল লোভিত বর্ণ হইল, স-ক্রোধে হস্ত উত্তোলন করত আজ্ঞার বিরুদ্ধি করিলেন—বোতলের ছিপি খুলিয়া আমাকে দেও, আজি মরি কি সন্তানান্তর মরি আমার পক্ষে দুই সমান এখন একটুকু বসের প্রয়োজন। সারা

মুখে কাকুতি স্বরে বলিতে লাগিলেন “না না ও বোতলটা নহে,” এদিকে কর্ত্রীর নিকটকারে ভীত হইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া বোতল বাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন এখন ও দুই মাত্রা আ-একটু কাস্ত হউন আমি একটা পাত্র আনি। ডি-নিও যেমন পাত্র আনয়ন করিতে মুখ কিরাই-লেন তাঁহার কর্ত্রী এক চক্ষুকে ঔষধ নিঃশেষ করিলেন। সারা তদুপে চীংকারশ্রুতি কবিত্তে করিতে দ্বারাভিমুখে দৌড়িয়া গেলেন এবং কহিতে লাগিলেন সকলশয় কবলে গো কর্ত্রী আশ্রয়ান্তিনী হলেন। ট্রিভটনের গৃহিণী সক্রোধে উদ্ভেষ্টে অরুণাগ করিতে লাগিলেন,—এখনি এদিকে আইস গোটা কতক আরো বালিস আনিয়া আমাকে তুলিয়া দর—এখন ও পথান্ত আমার খাল আছে, শাস থাকিতে আমার বাটতে আমার আজ্ঞা কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সারা কি করে ফিরিয়া আইল এবং বালিস আনিয়া কর্ত্রীর শীরে ও পুড়ে দিল। কর্ত্রী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “দুই কি দ্বার উন্মোচন করিয়াছিস।” “না”—“দেখ তোকে আমি ভূয়োভূয় নিষেধ করিতেছি আমার আজ্ঞা তির দ্বার কখন উন্মোচন করিস না, এক কর্ম কর, ঐ সম্মুখে কাষ্ঠাগারে লেখনি মস্তাধার ও কাগজের বাক আছে আনয়ন কর। সারা নির্দেশিত স্থানে যাইয়া লিখিবার সামগ্রী তাবৎ বাহির করিলেন—মনের মধ্যে বুঝি কি সন্দেহ হইল তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—লিখিবার আয়ো-জন এখন কেন। কর্ত্রী উত্তর করিলেন দুই লইয়া আয় দেখবি এখন। একটি তক্তা পাত্র লিখিবার কাগজ চন্দ্র-নির্মিত লিখিবার কলক শুদ্ধ গৃহিণীর হাঁটর উপর স্থাপন করিলেন, এবং তৎসমিধান লেখনী ও মস্তাধার ও রাখিলেন। হস্ত পদাদি একে রোপে অবসর, তাহাতে আবার বুদ্ধির চক্ষুত্যা এ অবস্থায় সহজে মনের ভাব লি-খিয়া প্রকাশ করা সুসাধ্য নহে, কর্ত্রী লিখিবার আ-য়োজন সম্মুখে দেখিয়া কর্ত্রীক নিষ্ঠুর হইয়া রহি-লেন, দুই একবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং

নিশ্চয় পরিচালিত করিলেন, তৎপরে লেখনী ধারণ করিয়া পরিচালিকার ডায়েরী করিলেন "দেখ কী মিলিল"। সারা প্রাপণে টুকরাকালীন করিয়া প্রতিপদ উদ্বিগ্ন চিত্রে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন আশ্চর্য্যে আশ্চর্য্য এই কয়েকটি কথা লিখিত হইল, "মদীর স্বামী প্রবৃত্ত কালীন টি বটনি" সাতক প্রচরণে" সারা সূত প্রায় হইয়া কৃতকালিপুটে নিমিত্ত করিতে লাগিলেন, "এমন কর্ম করিবেন না কলীকে কিছু লিখিবেন না," এই বলিয়া গৃহিনীর হস্ত ধারণ করিলেন, কিন্তু কলী কোপপ্রজ্বলিত মননে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে হাত ছাড়িয়া দিলেন। গৃহিনী লিখিতে লাগিলেন, লিখিতে হাত শুল হইল শেষ অক্ষর শুনি এক কালীন মন দ্রাব্য পুণ্ডিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ হইল। গৃহিনী কণ্ঠে নিস্তর হইয়া পুণ্ডলিকা প্রায় চ হিয়া রুজিলেন। সারা এই অবসরে প্রায় নত করিয়া পুনরায় কলিপুটে বসিত বচনে কহিতে লাগিলেন, আপনি কলি হউন, যদি মুখে বলিতে পারেন নাই ত লিখিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই আমার অদৃষ্টে যা হইবার তাই হইবে, আমি যদি এককলি প্রবৃত্ত সঙ্গ করিতে পারিয়াছি তৌ আর কটা দিন ও সঙ্গ করিতে পারিব, একথা আমাদিগের উভয়ের কবল সঙ্গের সার্থ হউক, একগতে যেন আর কেহ জ্ঞানিতে না পারে। কলী উত্তর করিলেন, দেখে এ কথা আর অপ্রকাশ রাখা কর্তব্য নহে, আমার স্বামিকে জ্ঞাত করা আবশ্যিক, আমি একবার বলিতে নিশ্চয় হইলাম, কিন্তু তখন সাহস হয় নাই। আমার পরলোক প্রাপ্তির পর কে ডুমি বলিবে। আমার সে বিবাহ হয় না একটা লেখনী রাখা আশঙ্ক। এক কর্ম কর লেখনী লও, আমার দৃষ্টি কলি হইতেছে, আমি যাহা বলি তাই লিখ। সারা কলীর আজ্ঞাপ্রমাণ লেখী বুঝে আটক শব্দ আর আশঙ্ক বস্তু হারা আপনার মুখ আশঙ্কিত করিয়া কলি কহিতে লাগিলেন, টি বটনির গৃহিনী প্রতিক্রিয়া করিতে লাগিলেন, কলী আমার বিবাহ অবধি

নার কলি আম করি নাই। তৌমার দাবাব সবীজের নার নিজে তার দেখা হইয়াছি, আমি একমাত্র মরি ছিলাম তৌমার দেখা কলী রাখিবে না? আর বাতল আমার দিকে চাহিয়া দেখে এবং শোনা। আমার কথা যদি না কলি কর তৌমার পক্ষে বড় বিপর। একথা অবাক হইয়া আশি কহয়েও মুখ থাকিতে পারিব না। আমি মরিলেও তোমার নিকট আসিব। সারা এই কথা শ্রবণ মাত্র আতকে চীৎকার ধ্বনি করত চমকিয়া উঠিলেন, "ওগো কি বল, তোমার কথায় যে আমার লেখা হয়।" এদিকে উভয়ের শুনে টি বটনির গৃহিনী বিস্মল হইতে লাগিলেন, অস্থির হইয়া ঠক ঘূর্ণায়মান করিতে লাগিলেন এবং শব্দাকটকের আয় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন; পরে এক নাটক হইতে দুই এক বচন বলিতে লাগিলেন এবং রক্তচুম্বী হইতে প্রস্থান কলীম মন কীর্ণ। যেন অশ্রুদিগের পানে চাওয়া হইতে লাগিল কলি সারা যমক করে সেই মত ভজনা ধারক বকসিলাম এবং মন কলি করে হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলেন, দেখ। সারা কি করেন, তরে আড়ষ্ট প্রায় হইয়া বিস্মল হেতন কলীর আজ্ঞা প্রমাণ লেখনী রাখা করিলেন, কিন্তু অন্যমনস্ক হইয়া আর এক চিন্তা করিতেছিল "কবল হইতে উদ্বিগ্ন তোমার কাছে আসিব"। এই কথা তাহার মনে বদারক প্রাণকক ছিল এবং উদ্বাহী অরণ্য করিয়া কম্পিত হইলেন হইয়াছিল। অতঃপর টি বটনির গৃহিনী দেখিলেন যে কলীর প্রতিচর্য্য প্রতিক্রিয়া দেখিয়া হইয়া আসিতেছেন—আমের বসন্তকর্ম হইতেছে। পরে একেবারে কলি হইল এই ভয়ে প্রথমে প্রাণের উত্তর সে বস করিলেন কলি হাতে বিশেষ উপকার দর্শিতে অন্য একটা প্রকার করা লইয়া একটা কলিপুটে লিখিয়া তখন কলী হইয়া কলি হইয়া কলি হইয়া কলি হইয়া উপায়মবোধ করিলেন, পুণ্ডলিকা পুনরায় লিখিত হইতে লাগিল। তখন সারার প্রতিদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "এমন কাহা বলি তোমার প্রমাণ প্রমাণে কলি মরে বসন্তকর্ম তাই কলি প্রমাণ কহিতে লাগিলেন, সারা কলিকে কলি হইয়া

লিখিত ভাষায় চক্রে হইতে বাস্পবারি অনর্গল
বিনির্গত হইতে লাগিল। মধ্যে ভাঁহার কঠিন হিত
কাড়িয়া লিখিত ও পরিচাপ হুচক ক্রমিও প্রত
হইল। কাগজের টারি শূন্য প্রায় সমস্ত পূর্ণ হইল
গৃহীণী তদন্তে স্থানিত হইলেন এবং কাগজ লইয়া
আলোপাশ্ব দৃষ্টি করত নিম্নে আপন নাম স্বাক্ষর
করিলেন। ক্রমে সেবিত উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ শরীরে
পরিব্যাপ্ত হওয়াতে পুনরায় বিব্রল হইবার উপ-
কল হইল। মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ হইয়া উঠিল, বাক্য
অস্পষ্ট ও জ্বলিত হইতে লাগিল। পরিচারিকার
হস্ত লেখনী দিয়া কহিলেন, “তুই আপনার নাম
নীচে সাক্ষী স্বরূপে লেখ—না না আমি বা আপন
ঘাড়ে সমস্ত দোষ কেন লইব, সাক্ষী নহে সহ-
যোগী লেখ”। পরিচারিকা কি করে আশ্চর্য আ-
দেশ অস্বাভাব্য নাম স্বাক্ষর করিল। তখন গৃহীণী
পুনরায় কহিলেন “আমার পরলোক গমনের
পর এই পত্র তোমার প্রভুর হস্তে অর্পণ করি এবং
তিনি যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন অবিকল
বর্ণনা যাহা জানিস তাই বলিস, মনে করিস যেন
পরলোকে তোমার বিচার হুচে”। সারা কৃতান্তলি-
পুটে কত্রীর প্রতি কটাক করত সাক্ষ্য অবলম্বন
করিয়া দৃঢ়ত্বেরে কহিলেন, “কি বলিব আমি পাঁচ-
চারিণী না হইলে ইচ্ছা হয় তোমাকে তুলিয়া তোমার
শস্যায় শয়ন করি”। “সে কথা থাকুক এখন
তুমি স্বীকার কর আমার মৃত্যুর পর তোমার প্রভুর
হস্তে এই কাগজ দিবে, না তোমার কথায় আমার
প্রতীতি হয় না, তোমাকে শপথ করিতে হইবে, ঐ
ধর্ম পুস্তক খানি আন তুমি শপথ না করিলে আমি
কবর হইতে উদ্ধার হইতে পারিব না, আমাকে আবার
সেখানি খোঁকে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে
হইবে”। শোষিত তর্য প্রদর্শনের পর কত্রী ইঙ্গিত
উল্লিখিলেন। পরিচারিকা কাগজে কাগজে ধর্ম পু-
স্তক আনিয়ন করিলেন। গৃহীণী ধর্ম পুস্তক লে-
খিয়া কহিল “এই পুস্তক না আমাদের বাটীর যাজক
মধ্যে রাখেন,—লোকটি বড় মন্দ নম, ইতিমধ্যে
একদিন আমাকে সাজনা করিতে করিতে বলিতে-

ছিলেন, এখন সে আশ্রমকালে উপস্থিত, কাহারো স-
হিত বিরোধ নাই ত”। “আমি কি উত্তর দিলাম
জানিস, আমি বলিলাম, এক জন চাড়া আমার
সকলের সহিত প্রতি প্রতি আছে। সে এক জন কে জা-
মিস”। সাধা উত্তর করিল “প্রভুর জাতি আপ-
নার দেবত—এমন কথা করিবেন না, এমন কি
কাহার সহিত এইমতভান রাখা কঠিন”। কত্রী
কহিলেন, “যাজকও ঐ কথা কহিয়াছিলেন, তিনিও
বলিয়া ছিলেন তাই যে অপরাধ হইল, এখন
সকল দোষ মার্জনা করি উচিত”। “আমি তাহাতে
উত্তর কহিলাম, সকলের দোষ মার্জনা কবিত্তে
পারি দেবদেব যে দোষ তাহা এতদয় হইতে অপণীত
হইবাব নহে। ঐ কথা জামিয়া যাজক কহিলেন,
কঠোর অনুতাপ না করিলে তোমার মন পবিত্র
হইবেক না, আমি আবাব কিত্তে আসিতেছি”। “কি
বল যাজক পুনরায় আসিলেও আসিতে পারেন”।
এই অবসরে সারা ধর্ম পুস্তকখানি আশ্বে আশ্বে
স্থানান্তর করিতেছিলেন, কত্রী তদন্তে স্বীয় স্বা-
ভাবিক উগ্রভাব বাধন করত কোণ দৃষ্টে দারার
এক হস্ত ধারণ। ধর্ম পুস্তকে উপর রাখিলেন
অপর হস্ত দ্বারা আপনায় শস্যায় আশ্রুরণ উভোলম
করিয়া পূর্ক লিপিত পত্রখানি অসঙ্গত করিতে
লাগিলেন, পত্রখানি পাছিয়া যেন উদ্বিগ্ন দূর হইল
এই ভাবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।
অবশেষে কহিলেন, “আমি এখন পর্যন্ত এত অ-
জান হই নাই যে তোমার কোণে জুলি, তোমা-
কে শপথ করিতে হইবেক, তোমার কথার উপর
আমি আর নির্ভর করিতে পারি না। ভাল নত কর,
ধর্ম পুস্তক লও, জানিও আমার এই শেষ আজ্ঞা,
লঙ্ঘন করিতে সাহস হয় করিও”। সারা প্রায় শেষ
চারিদিক নিস্তক জন মনুষ্যের সাড়া শব্দ নাই, বর্জি-
কার দীপ্তি ক্রমে ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, মন্দ
মন্দ প্রভাত সমীরণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল,
শব্দের মধ্যে কেবল সামনের তরঙ্গের শব্দ এক এক-
বার স্পষ্ট পঙ্খকট হইতেছিল। এই কালে ট্রা-
নের দুই-এক গৃহীণী শব্দ হইতে এক

কহিতেছিলেন, “শপথ কর,” চক্ৰবর্তী বশত একজন বান তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিতেছিল, আবার অনেক পরে পুনরায় সেই আদেশ করিতেছিলেন অবশেষে কিঞ্চিৎ বল পাঠিয়া কহিলেন, “শপথ কর যে আমার মৃত্যুর পর তুমি এই লেখি নষ্ট করিবে না।” সারা এই কালে দেখিলেন মৃদু কণ্ঠী স্বীয় হস্ত তাহার হস্তের উপর চড়াইতে উত্তোলন করিয়া দুইবার কি একবার তাঁহার মুখেব দিকে প্রসারণ করিয়া শব্দ করিলেন। অবশেষে তাহার হস্ত পুনরায় ধারণ করিলেন সাদাগড় স্ববে কহিলেন, “আমি শপথ করিলাম।” কণ্ঠী কেবল এই কথাই শুনিয়া না হইয়া পুনরায় অনুযোগ করিলেন, দিব্যকণ্ঠ যে আমার মৃত্যুর পর যদি তুমি এতদী হইতে যাও তবে এ লেখিখানি নষ্ট করিবে না। সারা কখনকাল নিশ্চল থাকিয়া কহিলেন, “তা হইয়া তাড়াভাড়া কহিলেন, “আচ্ছা না আমি শপথ করিলাম।” কিন্তু ইহাতে তুষ্ট না হইয়া কণ্ঠী পুনরায় কহিলেন, “আমি বলিলাম—কিছু অবশেষ কথা স্মৃতিতে হইল না স্ববাক্য হইয়া গেল, মুখকণ্ঠী বিন্দুত আবার ধারণ করিল উত্তোলিত হস্তের অঙ্গুলিটায় বাক্য ত্যাগ করিল, বিন্দু কণ্ঠী হস্ত উত্তোল্য আবার দিকে দাব্য প্রসারিত হইয়াতে যাব তখন বিন্দুত পারিলেন যে পুনরায় সেই ঈষদ আদেশ করিতেছেন। তাহাতে কহিলেন আর কিছু আপনি সে ভগ্ন বাখিয়াছেন, যাহা ছিল তাহাও পান করিলেন এবং কেবল সেই মিত্রার ঈষদ আদেশ আমি তাহা কহাকে ডাকি। এই কথা বলিয়া দ্বার দিকে গমনোদ্ভূত হইলেন, কিন্তু কণ্ঠীর কোণ দৃষ্টি দেখিয়া চলনশীল হীন হইয়া চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান বহিলেন। মৃদু নারীব গুণে কণ্ঠীতেছিল, বিবেচনা করিলেন কোন কথা বুঝি বলিতেছেন, এই ভাবিয়া নিজ কণ্ঠী কণ্ঠীর ওষ্ঠের সহিত সংলগ্ন করিলেন, কিন্তু স্থানের শব্দ ভিন্ন কোন কথা শ্রুতিতে পাইলেন না, ক্রমে দুই এক অপ্রস্তুতিত কথা বিনির্গত হইতে লাগিল, অবশেষে কেবল এই কথা শ্রুতিলেন যে “সারো সঠিকই হই আমার আর ক কথা বলিবার আছে।” কিন্তু মুখের কথা

মুখেই বহিল, বাক্য নিঃসরণ হইল না, ক্রমে সর্বাঙ্গ স্পন্দহীন হইয়া আসিল। সারা এক লক্ষ ধীর উদ্ঘাটন করিয়া পরিজনদিগের ডাকিতে লাগিলেন আবার দেড়িয়া আসিয়া শয়ন কহিতে লিখিত কণ্ঠী খানি লইয়া প্রাণপনে আপন বক্ষস্থলে পরিধেয় বস্ত্রের নীচে রাখিলেন। কণ্ঠী মৃতপ্রায়, কিন্তু তখনও প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। সারা যখন পত্র তুলিয়া লইলেন এবং সেই পত্র আপন পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে রাখিলেন তত্কাল কণ্ঠী দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক দৃষ্ট কটাক্ষ কবত মুখ ভঙ্গিমার দ্বারা কোণ ও বিরক্ত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কহেন বাক্য হীন, কোন কথা বিনির্গত সামর্থ্য নাই। অবশেষে মৃদু দিব্য হইল সর্বাঙ্গ শব্দ ও স্পন্দহীন হইল চক্ষু মূর্ত্তিত হইয়া আসিল ওষ্ঠ দ্বয় বিভিন্ন হইল, প্রাণ বিয়োগ হইল। ইতোমধ্যে সারার শব্দ শ্রুতিয়া চিকিৎসক ও একজন বাক্তি একটি ভত্তা সম ভবান্নত্রে গুরুত্ব গৃহ প্রবেশ করিল। চিকিৎসক তাড়াভাড়া শব্দ পাঠে যাওয়া দেখিলেন যে তাহার কাণ্য আর নাই, মিরবা ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন শীঘ্র তোমার প্রভুকে বল যে তিনি যেন গৃহ হইতে বহিঃগমনা হন আমি আসিতোছি। গৃহ মধ্যে এতলোক আইল, কিন্তু সারা তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন না, পুঞ্জলিবার ন্যায় আপনি এক পার্শ্বে দাড়াইয়া বহিলেন। দ্বাদশ শবের আক্ষদিন বস্ত্র তুলিয়া দেখিবামাত্র বিকটাকার দেগিয়া সিঁহরিয়া উঠিলেন, তাৎপরে চিকিৎসকের প্রতি চাহিয়া সারার দিকে অঙ্গুলি দশাইয়া কহিল, এঁর এ ঘরে আর থাকিবার প্রয়োজন কি, যে প্রকার দেখিতেছি ইনি, যেন একেবারে মৃতকল্প হইয়াছেন। বৈদ্য তাহার কথার পোষকতা করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ নির্ভ্রান্ত অসঙ্গত নহে। তাৎপরে সারার স্বদেশ স্পর্শ করিয়া কহিলেন, “দেখ তুমি এখন একটুকু অন্যত্র যাও।” সারা গাজস্পর্শ হইবামাত্র একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন, গুরুত্ব আপনার বক্ষদেশের কাগজ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কাগজ স্পর্শ করিবামাত্র ননের সন্দেহ দূর হইল, তাড়াভাড়া

হইবে, তাহাও হইবে, জোয়ার পান্থ অন্য
বিচার্য্য করা ভাষায় জানিতে পারিলেন যে এত
কিছু কখনও তাহা নহে অপারক যে মন্ত্রি প্রকার শাস্তি
এ প্রকারে হইতে পারে।

সম্রাট হুয়ান ইফা নহে, কি করেন, মনে
কিছু হুয়ান, কিন্তু কার্য্যরূপে এই আত্ম
প্রকাশের কৌশল একাধারে মন্ত্রিকে ইচ্ছিত
হইয়া প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রিও
কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া মনেই ক্ষতি ব্যথিত হইয়া
সামান্য আশ্রয় প্রকাশ করিলেন। মনের পীড়ায়
সম্রাটের ক্রোধ হইলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া
অতিশয় বিষাদে মগ্ন হইলেন। সম্রাট নিজের বড় ভ্রাতৃ
হইলেন না, তিনিও বিষাদে মগ্ন হইয়া রাজ সভা
ভঙ্গ করত নিজ পুরি মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং
মহাপ ও মাহুত নামক দুই প্রিয়তম রাজপুত্র
একে আহ্বান করিয়া তাহা বৃত্তান্ত অবগত করি-
লেন, তাহারাও তচ্ছবনে বাদশাহকে কার্যা-
গুরোধে দৃঢ়তা প্রকাশ আদেশক বলিয়া অনেক
সামান্য করিলেন। দেশের রাজনীতি অনুযায়িক
রাজ হুয়ানদিগের রাজবাটীর বহির্গত হওয়া নিষেধ
হিষ্ট, জীড়া কোরক বায়ু সেবন আমোদ প্রমোদ
রাজপুরি ও তৎসংগত পুশোদ্যানের মধ্যে যতদূর
পর্যন্ত সাধ্য তাহাই করা আদেশ। পুরাতন
কৌশলমাত্রেয় সহিত তাহানিগের কথোপকথন
আলাপ পরিচয় একেবারে বারণ ছিল। কিন্তু
বাক্য মধ্যে যখন যে ঘটনা হইত ততাবং তাঁহা
দিগের বিস্তৃত করা হইত ততরাং ক্রমক্রমের
রাজধানীর উপস্থিত দুইজন্য তারে রাজ্য জা-
নিতেন এবং তৎপ্রতীকার সুকৃৎ উপায়ের কথা
অবগু করিয়া সম্রাট প্রকাশ না করিয়া উপায়ান্তর
করিলেন না।

একদিন মন্ত্রি হুয়ান ইফা নহে, কি করেন, মনে
কিছু হুয়ান, কিন্তু কার্য্যরূপে এই আত্ম
প্রকাশের কৌশল একাধারে মন্ত্রিকে ইচ্ছিত
হইয়া প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রিও
কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া মনেই ক্ষতি ব্যথিত হইয়া
সামান্য আশ্রয় প্রকাশ করিলেন। মনের পীড়ায়
সম্রাটের ক্রোধ হইলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া
অতিশয় বিষাদে মগ্ন হইলেন। সম্রাট নিজের বড় ভ্রাতৃ
হইলেন না, তিনিও বিষাদে মগ্ন হইয়া রাজ সভা
ভঙ্গ করত নিজ পুরি মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং
মহাপ ও মাহুত নামক দুই প্রিয়তম রাজপুত্র
একে আহ্বান করিয়া তাহা বৃত্তান্ত অবগত করি-
লেন, তাহারাও তচ্ছবনে বাদশাহকে কার্যা-
গুরোধে দৃঢ়তা প্রকাশ আদেশক বলিয়া অনেক
সামান্য করিলেন। দেশের রাজনীতি অনুযায়িক
রাজ হুয়ানদিগের রাজবাটীর বহির্গত হওয়া নিষেধ
হিষ্ট, জীড়া কোরক বায়ু সেবন আমোদ প্রমোদ
রাজপুরি ও তৎসংগত পুশোদ্যানের মধ্যে যতদূর
পর্যন্ত সাধ্য তাহাই করা আদেশ। পুরাতন
কৌশলমাত্রেয় সহিত তাহানিগের কথোপকথন
আলাপ পরিচয় একেবারে বারণ ছিল। কিন্তু
বাক্য মধ্যে যখন যে ঘটনা হইত ততাবং তাঁহা
দিগের বিস্তৃত করা হইত ততরাং ক্রমক্রমের
রাজধানীর উপস্থিত দুইজন্য তারে রাজ্য জা-
নিতেন এবং তৎপ্রতীকার সুকৃৎ উপায়ের কথা
অবগু করিয়া সম্রাট প্রকাশ না করিয়া উপায়ান্তর
করিলেন না।

নবম দিবসে আমার মানব লীলা সমরণ হইবে।
রাজ্যের পান্থ ও প্রজাতির ক্রোধামল মিলান
করা আমার প্রথম ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।
তারা অতি খেদে কহিলেন, তুই বৎসর কাল অতি
তুচ্ছতর সুখক শাস্তি রক্ষক সকল অপারিসীম পরি-
শ্রম ও ব্যয় দ্বারা যে সুখ ত্বর প্রকাশ করণে অ-
সমর্থ হইয়াছেন অষ্টাহকাল মধ্যে আমি তাহার
কি করিব। মন্ত্রি দ্বারা ধূলীকে সর্গ করা ও মনুষ্যকে
অমর করা তা সাধ্য বলিলে হয়। কোমলাঙ্গি ক-
ম্মি দ্বিতীয় মন্ত্রসদে কহিলেন। পিতা! উপা-
কিছু নাই? রাজভরনে জোয়ার এমন আত্মীয়
সন্তন কেহ নাই যদ্বারা সম্রাটের এই অসমত আত্মা
পরিবর্তন হইতে পারে। ভাষা বলিলেন, আ-
মার ভ্রাতা পাদিনাহ সাহেবের ক্ষমতা অনেক
আছে, তিনি এই রাজ্যের অনাধা করিলে করিতে
পাবেন।

হাসান ইফা নহে, প্রকাশ করে উত্তরকে
নিরস্ত করিয়া কহিলেন। হে প্রিয়তমে! রাজ্য
যদি আমার পদাভিষিক্ত কামচারিদিগের শাসন
করিবার মনসে এই আত্ম দিয়া থাকেন তুমি
কি মনে কর কোন পাণ্ডার কথা তুমি নিরস্ত
হইবেন? এই কথোপকথনান্তর সকলেই কথ-
কাল চিন্তায় মগ্ন হইয়া মৌমাঞ্চল করিয়া
রহিলেন। সম্রাটের বিচার মন্ত্রি কার্য্য মনে
একটা ভাব উদয় হওয়াতে মন্ত্রি ব্যক্ত-
কর্ম্মের দুই এক কথা কহিয়া শেষে রাজ্য করি-
লেন যে অমর এক ব্যক্তির জিনি এককালে
বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন এবং তিনি অ-
কার করিয়াছিলেন। যে অমর রাজ্যের পরি-
লে তাহার উপায় চেষ্টা করিলেন। মন্ত্রি ব্যক্ত
শেষ না হইতে, হাসান ইফা নহে, কি করেন, মনে
কিছু হুয়ান, কিন্তু কার্য্যরূপে এই আত্ম
প্রকাশের কৌশল একাধারে মন্ত্রিকে ইচ্ছিত
হইয়া প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রিও
কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া মনেই ক্ষতি ব্যথিত হইয়া
সামান্য আশ্রয় প্রকাশ করিলেন। মনের পীড়ায়
সম্রাটের ক্রোধ হইলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া
অতিশয় বিষাদে মগ্ন হইলেন। সম্রাট নিজের বড় ভ্রাতৃ
হইলেন না, তিনিও বিষাদে মগ্ন হইয়া রাজ সভা
ভঙ্গ করত নিজ পুরি মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং
মহাপ ও মাহুত নামক দুই প্রিয়তম রাজপুত্র
একে আহ্বান করিয়া তাহা বৃত্তান্ত অবগত করি-
লেন, তাহারাও তচ্ছবনে বাদশাহকে কার্যা-
গুরোধে দৃঢ়তা প্রকাশ আদেশক বলিয়া অনেক
সামান্য করিলেন। দেশের রাজনীতি অনুযায়িক
রাজ হুয়ানদিগের রাজবাটীর বহির্গত হওয়া নিষেধ
হিষ্ট, জীড়া কোরক বায়ু সেবন আমোদ প্রমোদ
রাজপুরি ও তৎসংগত পুশোদ্যানের মধ্যে যতদূর
পর্যন্ত সাধ্য তাহাই করা আদেশ। পুরাতন
কৌশলমাত্রের সহিত তাহানিগের কথোপকথন
আলাপ পরিচয় একেবারে বারণ ছিল। কিন্তু
বাক্য মধ্যে যখন যে ঘটনা হইত ততাবং তাঁহা
দিগের বিস্তৃত করা হইত ততরাং ক্রমক্রমের
রাজধানীর উপস্থিত দুইজন্য তারে রাজ্য জা-
নিতেন এবং তৎপ্রতীকার সুকৃৎ উপায়ের কথা
অবগু করিয়া সম্রাট প্রকাশ না করিয়া উপায়ান্তর
করিলেন না।

२. अ. ५. (ब.) ।

[illegible]

三才圖會

[illegible]

米 米 米

[illegible][illegible]

গাৰ্ভসেবন

নিখাস দাঁড়া নবান্ন প্রদান করুন। মাগ সেই বায়ু
আবাব প্রকাশের দ্বারা বিহীন করিলে আর কোন
ফল্যকারক হয় না যেমন পবিত্রাল ফুল নদী
কিনা অঙ্গাঙ্গী হইতে জায়গা করিয়া পলি দিয়া
তৈজসাদি যোগ্য করিলে আর বায়ু আর কোন ফল্য
না। কস্ম স্থানে কউক কিম্বা বাতীর শয়নাগারে
কউক যে স্থানে অধিক পলি একাধারে নিগাস প্রকাশ
করে সে স্থানেই বায়ু প্রাণ নিমিত্তে বিবরণী হয়।
সই বায়ু অধিক কাজ সোঁদন করলে অচিরেই
সিদ্ধি হইতে হয়। এক নিমিত্তে শয়নাগারে
কউক ইচ্ছা নিন্দিত হয় ও তাহাতে খড়খড়ি পাত
তালা হইলে পুতখা দেয়। গারের দুই এক পাত
এক পার্শ্বে রাখিলেই তাহা পুতখা উঠিবে।
কিম্বা খোলা আঙ্গুরীতে দানিয়া প্রকার বাসিন্দার
গায়াগারের দিক রাখিলে তাহা এক কনিষ্ঠ
পলিকান্ত দান প্রবেশ করিলে পার্শ্বে এক
পলিকার উচ্চ বায়ু অনেক কনিষ্ঠ

[illegible]

[illegible][illegible]

